মুহাম্মাদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ

কুরআন-হাদিসের ভাষায়

নারীর সফলতা ও ব্যর্থতা

সাজ্জাদ বিন সাদেক অনূদিত

প্রয়াস প্রকাশন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন————

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

(في الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي كأنه يريد أنه صحيح الإسناد)

> ‘আল্লাহ ব্যতীত কাউকে যদি আমি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম————স্বীয় স্বামীকে সিজদা করার’ ।

———— সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৩

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক বা সৃষ্টজীবের মতো মানব সম্প্রদায়কেও দুশ্রেণি তথা পুরুষ ও মহিলারূপে সৃষ্টি করেছেন। এই বিভক্তির মধ্যে কী হিকমত, কল্যাণ ও রহস্য আছে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন! ইারী-পুরুষের শারীরিক গঠনগত পার্থক্যের সাথে সাথে তাদের কথাবার্তা, চালচলন, ওঠাবসা, কাজকর্ম, ভালোমন্দ, শক্তিসামর্থ্য, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান, যা স্বল্পজ্ঞান ধারণকারী মানুষের নিকটও অস্পষ্ট নয়।

তবে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পুরুষদের মতো নারীদেরকেও শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের উপযোগী কিছু বিধান আরোপ করেছেন যা মেনে চলার মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে, বরং পুরুষদের তুলনায় নারীরা সহজ ও অল্প আমল করেও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। জান্নাত পাওয়া তাদের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন শুধু ভালো ও কল্যাণময় গুণগুলো অর্জন করা এবং মন্দ ও অকল্যাণকর দোষগুলো বর্জন করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই কিতাবটি লেখা হয়েছে। কুরআন-হাদিসের আলোকে মহিলাদের ভালো গুণগুলোর আলোচনা করা হয়েছে, যেন সেগুলো অর্জন করে তারা আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দি হতে পারে, আবার তাদের মন্দ দিকগুলোর আলোচনাও করা হয়েছে, যেন সেগুলো বর্জন করে তারা উভয় জগতের ক্ষতি থেকে বেঁচে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শক।

কিতাবটিতে মহিলাদের প্রায় ছত্রিশটি গুণ এবং পঁয়ত্রিশটি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কিতাবের কয়েক জায়গায় একই হাদিসের উল্লেখ দেখতে পাবেন পাঠক, এর কারণ হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এক হাদিসে একাধিক দোষ ও গুণের আলোচনা এসেছে, তো সেখানকার প্রত্যেকটি গুণ ও দোষ পৃথক পৃথক উল্লেখপূর্বক আলোচনা করায় একই হাদিস রেফারেন্স হিসেবে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন কিতাবটি কবুল করেন, উপকারী বানান এবং অধিক মানুষের জন্য হিদায়াত ও সংশোধনের মাধ্যম বানান।

———— বান্দা মুহাম্মাদ সালমান গুফিরা লাহুর রহমান।

***

সূচীপত্র

নারীর ভালো গুণাবলি	৯
নারীর মন্দ বিষয়সমূহ	৫৯

নারীর ভালো গুণাবলি

কুরআন ও হাদিসে মহিলাদের অনেক ভালো গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলো অর্জন করে তারা সফল ও কামিয়াব হতে পারবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল করতে পারবে। এখানে থেকে ভালো গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রথম গুণ : মুমিনা হওয়া।

সবচে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, ইমানদার নারী হওয়া। কারণ, ইমানই যদি না থাকে, তাহলে মানুষ জানোয়ারের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন নারী বিয়ে করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন–

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

> তোমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, শোকরগোজার অন্তর, জিকিরকারী জবান এবং পরকালীন কাজে সাহায্যকারী মুমিনা স্ত্রী গ্রহণ করা। (সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৬)

ইমানের দুটি স্তর রয়েছে। **এক.** পরিপূর্ণ। **দুই.** অপরিপূর্ণ।

পরিপূর্ণ ইমান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমানের সকল দাবি পূর্ণ করা, তাকওয়া অর্জন করা, গুনাহ বর্জন করা।

আর অপরিপূর্ণ ইমান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমান আনা সত্ত্বেও ইমানের দাবি পূর্ণ না করা, শরিয়তের বিধিবিধান মোতাবেক না চলা।

প্রত্যেক মুমিনের উচিত, আল্লাহ তাআলা ইমানের যে মহাদৌলত দান করেছেন, তার কদর করা, ইমানি জিন্দিগি যাপন করা, খোদাভীতি অর্জন করা, করণীয় কাজগুলো যথাসাধ্য সম্পন্ন করা এবং বর্জনীয় কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে বর্জন করা।

দ্বিতীয় গুণ : নেককার হওয়া।

মহিলাদের সবচে বড় কল্যাণকর দিক হলো, নেককার ও দীনদার

হারাবার কিছু নেই। নিয়ম করে ধীরে ধীরে রেখে ফেলবে। মাসে তিনটা করে রাখলেও এক সময় শেষ হয়ে যাবে। একসাথে সব রাখা তো জরুরি নয়।

নবম গুণ : দান-সদকা করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে বলেন–

يَا عَائِشَةُ، اسْتَتِرِي مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ

> হে আয়েশা! জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও, যদিও একটি খেজুর দান করার মাধ্যমেই হোক না কেন! কারণ, তোমার একটি খেজুর হতে পারে ক্ষুধার্থ ব্যক্তির ক্ষুধা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ : ২৪৫০১)

নারী-পুরুষরা যেসব গুণের বিনিময়ে রবের ক্ষমা ও মহাপুরস্কার পাবে তার আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

> দানকারী পুরুষ ও দানকারী নারী। (সুরা আহজাব : ৩৫)

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার লাভে ধন্য হবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনি মাসউদ রা. এর স্ত্রী হজরত জয়নাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ

> হে নারী সম্প্রদায়! সদকা করো, যদিও তোমাদের অলঙ্কারসমূহ থেকেই হোক না কেন। কারণ, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে তোমরাই বেশি হবে। (তিরমিজি : ৬৩৫)

হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, ইদুল ফিতর বা ইদুল আজহায় ইদগাহে মহিলাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নবিজি বলেন–

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار

> হে মহিলা সম্প্রদায়! দান খয়রাত করো! কেননা, জাহান্নামীদের

دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

> যখন কোনো মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, লজ্জাস্থান হেফাজত করবে এবং স্বামীর কথা মেনে চলবে তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। (সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪১৬৩)

নারী-পুরুষরা যেসব গুণের বিনিময়ে রবের ক্ষমা ও মহাপুরস্কার পাবে তার আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

> নিজ লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী। (সুরা আহজাব : ৩৫)

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার লাভে ধন্য হবে।

পনেরোতম গুণ : সাদাসিধে হওয়া।

নারীদের সৌন্দর্যের মধ্যে এটিও একটি যে, তারা সাদাসিধে ও সহজ সরল হবে, চালাক হবে না। কারণ, চালাক হওয়া তাদের গুণ নয়; বরং দোষ। চালাক নারী অনেক পরিবারে স্বামীর কাছে শান্তিপ্রিয় হয় না। কুরআন মাজিদের একটি আয়াতেও তাদের সাদাসিধে হওয়ার বিষয়টি গুণ হিসেবে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> স্মরণ রেখ, যারা সতী-সাধ্বী, সরলমতী মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। (সুরা নুর : ২৩)

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ

> মুমিন সাদাসিধা ও ভদ্র হয়ে থাকে, আর ফাজের প্রতারক ও অভদ্র হয়ে থাকে। (আবু দাউদ : ৪৭৯০)

একবার সাহাবায়ে কেরাম নবিজির নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায় দুনিয়াবি

কামনাকারী। অর্থাৎ, নিজ লজ্জাস্থানের দিক দিয়ে পবিত্র, আর স্বামীকে পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক কামনাকারী। (কানজুল উম্মাল : ৪৫১৪৮)

বিশতম গুণ : অধিক বাচ্চা ধারণকারী হওয়া।

নারীদের একটি ভালো দিক এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা অধিক সন্তান ধারণকারী হবে। কারণ, অধিক উম্মত নিয়ে নবিজি গর্ববোধ করবেন। এজন্যই অনেক হাদিসে দেখা যায়, ওই ধরনের পাত্রী বিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর তা বোঝার উপায় হলো, পাত্রীর মা, বোন, খালা, নানী প্রমুখের হালত দেখা।

হজরত মাকিল ইবনি ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি এসে আরজ করে–

إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا :

আমি এমন একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি যে বংশীয় এবং সুন্দরী, কিন্তু সে বন্ধ্যা, তো তাকে কি বিয়ে করব? নবিজি নিষেধ করে দেন। এভাবে তিনবার একই প্রশ্ন করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

স্বামীকে অধিক মুহাব্বতকারী ও অধিক গর্ভধারী মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ, আমি অন্য উম্মতদের তুলনায় তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। (আবু দাউদ : ২০৫০, সামান্য পার্থক্যসহ- বায়হাকি : ১৩৪৭৬)

বায়হাকিতে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

তোমরা বাকেরা মেয়েদেরকে বিয়ে করো। কারণ, তার মুখ খুব মিষ্টি, অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পেই খুশি। (বায়হাকি : ১৩৪৭৩)

একুশতম গুণ : স্বামীর সমব্যথী হওয়া।

উত্তম নারীর একটি গুণ হচ্ছে, স্বামীর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, তার পেরেশানি দূর করা, টেনশনের সময় তাকে সান্তনা দেওয়া। এ বিষয়টিও হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

> তোমরা বাকেরা নারীদের বিয়ে করো। কারণ, তাদের মুখ অধিক মিষ্টিময়, তারা অধিক গর্ভধারিণী হয় এবং অল্পতে তুষ্ট হয়। (বায়হাকি : ১৩৪৭৩)

সাতাশতম গুণ : স্বামীর কসম পুরা করা।

নারীদের একটি গুণ হচ্ছে, তারা স্বামীর কসম পুরা করবে। হাদিস শরিফে আছে, হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

> মুমিনের জন্য তাকওয়া অবলম্বনের পর সবচে বেশি কল্যাণকর হচ্ছে নেককার স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ পালন করে, স্বামী তার দিকে তাকালে তাকে খুশি করে দেয়, স্বামী কসম করলে তা পুরা করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে ও স্বামীর সম্পদকে হেফাজত করে। (সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৭)

স্বামীর কসম পুরা করার কয়েকটি সুরত হতে পারে। এক. স্বামী স্ত্রীকে কসম খেতে বলবে যে, তুমি কসম খেয়ে বলো অমুক কাজটি করবে, তখন সে কসম খেয়ে বলে তা পুরা করবে। দুই. স্বামী কসম করে স্ত্রীকে বলবে যে, তুমি অমুক কাজটি করবে না, তখন স্ত্রী তা পুরা করবে। তিন. স্বামী কসম করে বলে যে, অমুক কাজটি করব, কিন্তু সে তা করতে পারছে না, তখন তা পুরা করার কাজে স্বামীকে সাহায্য করা।

আঠাশতম গুণ : কম মোহর দাবিদার হওয়া

নারীদের একটি গুণ এও হাদিসে এসেছে যে, তারা কম মোহরের দাবিদার হবে। কারণ, অধিক মোহর দাবি করা তাদের জন্য সম্মান ও গর্বের কোনো বিষয় নয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

> নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী সে যার মোহর সবচেয়ে কম হয়।